'জবিতে বাহিরের উপাচার্যকে অসম্মান নয়, চা খাইয়ে পাঠিয়ে দেব'

জবি প্রতিনিধি

০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২০:৩৪

শেয়ার

অ +

অ -

জবি শিক্ষকদের থেকে উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী। ছবি : কালের কণ্ঠ

'গত ১৯ বছরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভবন ছাড়া আর কোনো কিছু হয়নি। বর্তমান ক্যাম্পাস ও কেরানীগঞ্জের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সাজাতে এবং প্রশাসনকে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে উপাচার্য

নিয়োগ দিতে হবে।' বৃহস্পতিবার (৫ আগস্ট) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের থেকে উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ কথা বলেন।

সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেন, 'অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি ভিসি নিয়োগের পাঁয়তারা কেউ করেন তাহলে সেই টালবাহানা মেনে নেওয়া হবে না।

বাহিরের কোনো উপাচার্যকে ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যদি বাহিরের কাউকে জগন্নাথে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে তাকে অসম্মান না করে পুরান ঢাকার চা-নাশতা খাইয়ে বিদায় দেওয়া হবে।'

ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মত বিলাল হোসাইন বলেন, 'আমার বিশ্বাস, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ভিসি পাব। গত ১৯ বছরে আমরা দেখেছি, একটি ভবন ছাড়া আর কোনো কিছু হয় নাই।

আমাদের এই ক্যাম্পাস ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাস আমারা সাজিয়ে ফেলতে চাই। তাই আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে উপাচার্য দরকার।'

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সেলিম বলেন, 'এর আগেও জবি থেকে উপাচার্য নিয়োগের দাবি করা হয়েছে কিন্তু আমার কোনো সাড়া পায়নি। এবারের আন্দোলনটা একটু ভিন্ন পরিবেশ থেকে তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নভাবে সংঘটিত হচ্ছে।

এর আগে কেবল দাবি করা হয়েছিল শিক্ষকদের পক্ষ থেকে। তবে এবার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সবার পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে। সুতরাং এবারের দাবি একটি সম্মিলিত দাবি।'

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. পরিমল বালা বলেন, 'আমরা যে দাবিতে উপস্থিত হয়েছি, তা হলো এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হোক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসি নিয়োগ দেওয়া হলে তিনি তার দায়িত্ব শেষে আবার আমাদের মাঝেই ফিরে আসবেন।

এ ক্ষেত্রে তার একটা জবাবদিহির জায়গা তৈরি হবে।'

সহকারী রেজিস্ট্রার সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০০ শিক্ষক আছেন। তার মধ্যে প্রথম গ্রেডের শিক্ষক আছেন ১৫০ জন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রেডের শিক্ষকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রফেসর হতে পারলে জগন্নাথে কেন ভিসি হতে পারবেন না। আমাদের শিক্ষকরা বিদেশে থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসে জ্ঞান চর্চা ও বিতরণ করেন। জগন্নাথ থেকে উপাচার্য না দেওয়া একটাই কারণ হলো, ঢাকার বুকে তারা আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠুক, ওরা চায় না। তাই আমাদের একটাই দাবি, জগন্নাথ থেকে উপাচার্য চাই।'

সমাবেশে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মাসুদ রানা বলেন, 'আমাদের এখানে বাহিরের ভিসি এসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লুটপাট করে করে চলে যায়, কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। যদি বাহির থেকে ভিসি আসে গেটে তালা ঝুলবে, ক্যাম্পাস অচল করে দেব। আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা যেভাবে খুনি হাসিনাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছি, তেমনি আমাদের দাবি আদায় করে ছাড়ব।'

এ সময় আইন বিভাগের শিক্ষার্থী রিয়াজুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য দেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেজবাহ ইল আজম সওদাগর, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু লায়েক, সহকারী রেজিস্ট্রার কামরুল হাসানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।